যুগান্তর

তারিখ 23 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধের দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দুর্নীতি ও বাণিজ্য বন্ধে কঠোর আইন করার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন' আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তারা এ দাবি জানান। রাজধানীর রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষার্থীরা বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মান নিয়ে বুধী মহলে প্রশ্ন রয়েছে। এ সংশয় দূর করার জন্য তারা কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি জানান। পরীক্ষাটি হবে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার মতো।

স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের মতবিনিময়

ফাউন্ডেশনের মহাসচিব আসাদুজ্জামান রনোর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) ড. এহসানুল হক। ইউজিসির কর্মকর্তা মোঃ খালেদ, জেসমিন পারভীন, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারার আকবর উদ্দিন, ইউল্যাবের রেজিস্ট্রার ড. জহিরুল হক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভারপ্রাপ্ত ভিসি ড. রেজাউল করিমসহ সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা বক্তৃতা করেন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই প্রথম নিজেদের অধিকারভিত্তিক কোন গঠনমূলক কর্মসূচি আয়োজিত হয়, যাতে ইউজিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা কর্মকর্তাদের নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। ছাত্রছাত্রীরা বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে মাত্র জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের কোনরকম ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই টাকার বিনিময়ে ভর্তি করার অভিযোগ রয়েছে। এটা বন্ধে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হলে দুর্নীতি অর্ধেক কমবে। কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে মতবিনিময় সভায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা সমাজসেবা এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বললেও ছাত্রছাত্রীদের শোষণ করেন। চাহিদামতো অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে সাদা স্ট্যাম্প বা কাগজে স্বাক্ষর

দাবি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

দাবি : বিশ্ববিদ্যালয়ের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রেখে পরে সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্ট আটকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়সহ নানা অনৈতিক কাজে বাধ্য করান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মূলত টাকা কামানোর মেশিনে পরিণত করা হয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, খেলার মাঠ, সুকুমারবৃত্তি চর্চা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে তার হিসাব গেজেট আকারে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

ট্রাস্টি বোর্ডের মেয়াদ ৩০-৪০ বছর নির্ধারণের দাবি জানিয়ে তারা বলেন, অন্যথায় মূল উদ্যোক্তার পর অনেক অযোগ্য ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে মালিক বনে যান। যাদের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট হয়। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, মূল ক্যাম্পাস যেখানেই হোক স্থায়ী ভবন ও জমি ছাড়া ভাড়া বাড়িতে নতুন শাখা খোলার অনুমতি দেয়া যাবে না। আর ঢাকা শহরে এক একর জমিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলে সমপরিমাণ জায়গার বহুতল ভবনে সমপরিমাণ স্পেসসম্পন্ন ভবনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইউজিসি সদস্য ড. এহসানুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে যা চলছে তাতে ইউজিসি শঙ্কিত। এটা চলতে দেয়া যায় না। এজন্যই নতুন আইনের দরকার। তিনি বলেন, এর আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের ব্যাপারে কিছু করা যাচ্ছে না। কিন্তু ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ইউজিসি নজর রাখবে। মোঃ খালেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থাপনা দূর করে সুব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নতুন আইন হচ্ছে।

সভার সভাপতি আসাদুজ্জামান রনো ঘোষণা দেন, ভবিষ্যতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য থেকে 'ব্রেইন বক্স গোল্ড' নামে একজনকে সেরা ছাত্র হিসেবে স্বর্ণপদক দেয়া হবে। পরীক্ষার ফলাফল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে সম্মিলিত অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হবে।

প্রসঙ্গত সরকার সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাণিজ্য, নৈরাজ্য ও স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের লক্ষ্যে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮' প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক ও ভিসিরা এর বিরোধিতা করছেন।